সংবাদ

তারিখ 27 JAN 2018
পৃষ্ঠা ৬ কলাম 2

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কী আইনের উর্ধ্বে

তাদের নিজস্ব ক্যাম্পাসে যেতে বাধ্য করুন

ছয় বার সময় বৃদ্ধির পরও স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণ করেনি ৩৩টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। আবার স্থায়ী ক্যাম্পাসের ঠিকানা ঢাকার বাইরে দেখালেও বেশ কয়েকটির কার্যক্রম চলছে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ভাড়া বাড়ি ও অস্থায়ী কার্যালয়ে। এভাবে আইন না মানায় কয়েক দফা সনদ বাতিলের হুমকিও দেয়া হয়েছে। কিন্তু তাতেও কোন কাজ হয়নি। তবে এ পর্যন্ত কোন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়নি শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী, প্রতিষ্ঠার ৭ বছরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অবশ্যই নিজস্ব স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে হবে। কিন্তু এখন অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স এক যুগের বেশি, আবার কোনটির বয়স ২ দশক। স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আগ্রহের যে ঘাটতি রয়েছে এটা স্পষ্টতই বোঝা যায়। অথচ আইন না মানার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া দূরের কথা এ সব বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্টদের অংশগ্রহণে সরকারের উদারনীতিও প্রকাশ পায়। এছাড়া এটাও বোধগম্য যে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের রাজনৈতিক প্রভাবের কারণেও আইন বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয় ধীর নীতি অবলম্বন করছে। অর্থাৎ সরকারের এ মেয়াদে যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাচ্ছে না এটা সুস্পষ্ট। প্রশ্ন হলো, আইনকে বুড়ো আঙুল দেখানো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা ইউজিসির এতটা উদারতা কেন? তারা যে রাষ্ট্রীয় আইন মানছে না তা কি শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানে না, নাকি তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়াটাই এখন আইনবিরোধী কাজ।

দেশের শিক্ষার্থীরা যেন উন্নত পরিবেশে দেশেই উচ্চশিক্ষা পেতে পারে সে উদ্দেশ্যেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেয়া হয়েছিল। এখন সে উদ্দেশ্যকে পাশ কাটিয়ে, ছাত্রদের শিক্ষার উন্নত পরিবেশ থেকে বঞ্চিত করে যদি শুধু অর্থ উপার্জনই মূল লক্ষ্যে পরিণত হয় তবে এর চেয়ে দুঃখজনক আর কি হতে পারে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্থায়ী ক্যাম্পাসে না যাওয়ার কারণে শিক্ষার্থীরা ঘিঞ্জি ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে পড়ালেখা করছে। এতে যেমন তাদের পড়ালেখার ক্ষতি হচ্ছে তেমনি আবাসিক এলাকায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থাকার কারণে যানজটসহ নানা সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে মানুষকে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নিয়ে যারা দেশের প্রচলিত আইন মানে না তারা শিক্ষার্থীদের কি শিক্ষা দেয় বা দিচ্ছে সে ব্যাপারেও আমরা যথেষ্টই সন্দিহান। আইন না মানার কারণে তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া জরুরি। শুধু স্থায়ী ক্যাম্পাসে না যাওয়াই নয়, মানসম্মত শিক্ষা না দেয়া, শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা আদায়, টাকার বিনিময়ে সার্টিফিকেট প্রদানসহ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে আরও অনেক অভিযোগ রয়েছে, সেগুলোর বিষয়েও যথাযথ তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়া উচিত। শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা কোন ছেলেখেলা নয়, তাই এ বিষয়ে যেন সবাই আরও সতর্ক হয় সেদিকে নজর দেয়া বাঞ্ছনীয়।